ঘর সাজাতে ফার্নিচার পাবেন কোথায় শোপিস লাইটিং

আসাদুর রহমান ও পারভীন তানী

মিলি রায়হান মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিছুদিনের পর তাদের বিয়ে। বিয়ের পর তারা নতুন

বাড়িতে উঠবেন। দু'জনই চাকরিজীবী। মাসিক আয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। বিয়ের আগেই নতুন ঘর সাজিয়ে নিতে হবে। সে জন্য মিলি রায়হান অফিস শেষে প্রতিদিন ছুটছেন ঢাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কোথাও ফার্নিচারের ডিজাইন পছন্দ হচ্ছে কিন্তু দামে মিলছে না, কোথাও বা দামে মিললে ডিজাইন পছন্দ হচ্ছে না। দু'জন প্রতিদিন অফিস শেষে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে বিয়ের দিন চলে আসছে।

আমরা অনেকেই জানি না ঢাকার কোথায় কোন ধরনের ফার্নিচার পাওয়া যায়। অবশ্য এই শহরে নির্দিষ্ট ফার্নিচারের মার্কেট গড়ে ওঠেনি, বিভিন্ন এলাকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফার্নিচারে দোকানগুলো। আপনি একটু জেনে নিলেই কম দামের মধ্যে ভালো ডিজাইন ও ভালো কাঠের ফার্নিচার দিয়ে ঘর সাজাতে পারবেন। মাত্র ১৫ বছর আগেও ফার্নিচার বলতে কাঠ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করা যেতো না। কিন্তু এখন কাঠের পাশাপাশি চলে এসেছে রট-আয়রন, স্টেইনলেস স্টিল, কাচ, উড টেক্সের ফার্নিচার। পাটখড়ি দিয়ে তৈরি পারটেক্স পণ্যও আজ ফার্নিচার বাণিজ্যে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ঘর সাজাতে এবং প্রতিদিনকার জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে ফার্নিচার প্রয়োজনীয়।

আপনি যদি মধ্যবিত্ত হয়ে থাকেন, তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। গুলশান মার্কেট, মিরপুর রোডের উপরের দোকানগুলো থেকে আপনি ডিজাইনের ফার্নিচার কিনতে পারেন। আর আপনি যদি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হন তবে সোজা চলে যাবেন পান্থপথ।

শহরে ব্র্যান্ডের ফার্নিচার দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে আখতার, পারটেক্স, অটবি, হাতিল, লিগেসি প্রভৃতি। আখতারের ডাইনিং টেবিলগুলো খুবই আকর্ষণীয়, লেকার পলিশ করা এই ৬ সিটের ডাইনিং টেবিল সেটের দাম ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। টেবিলসহ সোফার দাম পড়বে ১ লাখ টাকার মতো। আখতার ফার্নিচারে কাঠের তৈরি অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে ডিভান, দাম পড়বে ২৩ হাজার টাকা। তাছাড়া বিভিন্ন মডেলের দরজা

২১ থেকে ২৫ হাজার, চেস্ট অব ড্রয়ার ২২ থেকে ৩০ হাজার, ড্রেসিং টেবিল ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। দোকানটির দৃষ্টিনন্দন ৩ পাল্লার কাঠের আলমারিটির দাম চাওয়া হচ্ছে ৪৭ হাজার টাকা। ১৪০ সেটের কিচেন কেবিনেটটির দাম পড়বে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কাঠের পাশাপাশি আখতার ফার্নিচার রট-আয়রনের কিছু ফার্নিচার নিয়ে তাদের সম্ভার সাজিয়েছে। রট- আয়রনের এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম।

ম্যালাইন লেমিনেটেড বোর্ড এবং মাইল্ড স্টিলশিটের তৈরি ফানির্চার দিয়ে অটবি তাদের দোকান সাজিয়েছেন। দিলকুশা, এলিফ্যান্ট রোড, পান্থপথ, শ্যাওড়াপাড়া, উত্তরায় রয়েছে অটবির শাখা। আর তাদের মূল আয়োজনটি রয়েছে গুলশান ১ নম্বরে। অটোবির দোকানগুলোতে আপনি অল্পদামে নতুন নতুন ডিজাইনের হাল্কা ফার্নিচার পাবেন।

অটবির ফার্নিচারের মূল উপকরণ ম্যালাইন লেমিনেটেড বোর্ড, কাঠের গুঁড়ো আর গ্লু দিয়ে তৈরি এই বোর্ডগুলো সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। ফলে আসবাবপত্র সব সময় থাকে নতুনের মতো ঝকঝকে।

অটবির বিছানাগুলোর মধ্যে সিঙ্গেল ৮-১২ হাজার, কুইন সাইজ ১৫-১৬ হাজার, কিং সাইজ (৩ জনের) ১৬ থেকে ১৯ হাজার টাকা। এখানে এম এস স্টিলের স্ট্রাকচারে তৈরি বিভিন্ন কালারের ২ দরজার আলমারির দাম পড়বে ১২-১৩ হাজার টাকা। ৬ চেয়ারের ডাইনিং টেবিল ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৪০০ হাজার ৩০০ টাকা। ১০ সেটের কিচেন ক্যাবিনেট ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। ৫ তাকের দেড় ফুট প্রস্থ বুকসেল্‌ফের দাম ৪৫০০ টাকা। ছোটখাটো গড়ন, কফি কালারের সুন্দর DIS-৮৫৭ মডেলের ড্রেসিং টেবিলটির দাম পড়বে ১৫ হাজার টাকা। তাছাড়া অটবির টিভি ক্যাবিনেটগুলোর দাম পড়বে ২৭ থেকে ২৮ হাজার, CBD-Po2 মডেলের ২ দরজা ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে লাগানো কাপ বোর্ডটি খুবই আকর্ষণীয়, দাম ১৯ হাজার ৭০০ টাকা।

অটবির কর্মকর্তা ইফতেখার আলম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের ফার্নিচারের মূল উপাদান ম্যালাইন লেমিনেটেড বোর্ড এবং এমএস স্টিল। এ দুটো বিদেশ থেকে আমদানি করে। অটবি বিক্রির পরবর্তী ১ বছর বিনামূল্যে বিক্রয়োত্তর সেবা দিয়ে থাকে।'

বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ফার্নিচারের মধ্যে অন্যতম পারটেক্স। ঢাকা শহরে পারটেক্সের শোরুম তিনটি। শেওড়াপাড়া, এলিফ্যান্ট রোড এবং মনিপুরীপাড়া। এখানে পারটেক্স বোর্ডের পাশাপাশি কাঠের তৈরি ফার্নিচারও পাওয়া যায়। পারটেক্সে বেডরুমে সেট পাওয়া যায়। আলমারি, খাট, ড্রেসিং টেবিল বেডরুম সেটের মধ্যে পড়ে। দাম পড়বে ৭০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকার মতো। তবে শুধু কাঠের বিছানার দাম ১৮ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা। আলমারি আকার ভেদে ২৫ হাজার থেকে ৭০ হাজার। ড্রেসিং টেবিল ১৬ থেকে ৩০ হাজার টাকা। লেমিনেড বোর্ডের তৈরি বিছানা ১০ থেকে ১৮ হাজার টাকা, আলমারি ৯ থেকে ১৬ হাজার, ড্রেসিং টেবিল ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। এছাড়াও ড্রইংরুমের জন্য সোফা দুই ধরনের। সাধারণ ও ভিক্টোরিয়ান। সাধারণের চেয়ে ভিক্টোরিয়ানের দাম বেশি। ৫ সিটের কাঠের একটি সোফাসেটের দাম ৩৭ হাজার থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। ডাইনিং টেবিলের দাম পড়বে ৬ সিটের ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। পারটেক্সের কিচেন কেবিনেটের দাম কাঠেরটা ৭০ হাজার থেকে দেড় লাখ এবং লেমিনেটেড বোর্ডের দাম ৪০ হাজার থেকে দেড় লাখ ।

লিগেসি ফার্নিচারের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর ফার্নিচার পুরোটাই কাঠের তৈরি। তাছাড়া এখানকার সব ফার্নিচারের মডেলের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ডিজাইন অনুসরণ করা হয়। ফলে দোকানটির ডিজাইনের সঙ্গে ঢাকার অন্যান্য দোকানের ডিজাইনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্রেতা হয়ে আপনি

যখন দোকানটিতে যাবেন, তখন আপনার সামনে মেলে ধরা হবে অসংখ্য ক্যাটালগ। ক্যাটালগ দেখে যে কোনো ডিজাইন আপনি পছন্দ করে অর্ডার দিতে পারেন। কিছুদিনের মধ্যেই অর্ডারের পণ্য আপনার ঘরে চলে আসবে। দামও তুলনামূলক বেশি পড়বে অন্যান্য দোকানগুলোর তুলনায়।

দোকানটিতে এখন কভার সোফা ও ভিক্টোরিয়ান সোফা পাওয়া যাচ্ছে। নকশাকাটা ভিক্টোরিয়ান সোফাগুলো যে কোনো ক্রেতার নজর কাড়ে। দাম ১ লাখ ১৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার, সঙ্গে টেবিল নিলে আরো ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ বাড়বে। কাপড়ের ওপর কভার সোফার দাম অনেকাংশে নির্ভরশীল। ক্ষেত্র ভেদে এগুলোর দাম ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। ৭ ফুট বাই সাড়ে ৫ ফুট ডবল বেডের দাম পড়বে ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। কনস্যুল টেবিল ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার, কিওরিও কেবিনেট সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা। কাঠ ও গ্লাসের মিশ্রণে দৃষ্টিনন্দন ৮ সিটের ডাইনিং টেবিলটির দাম পড়বে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা, ডিভানগুলোর দাম রাখা হচ্ছে ১৮ হাজার টাকা। লিগেসি ফার্নিচার বিক্রয় পরবর্তী আজীবন বিক্রয়োত্তর সেবা দিয়ে থাকে। তাছাড়া পণ্যের মান ভালো হওয়ায় লিগেসির ফার্নিচার আজ দেশের বাইরে সাইপ্রাস ও দুবাইতে রপ্তানি হচ্ছে।

গুলশান ১ নম্বরের মার্কেট। মধ্যবিত্ত আয়ের হলে আপনি হয়তো এই মার্কেট থেকেই আপনার ফার্নিচারগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে আপনি আপনার পছন্দমত অর্ডার দিয়ে ফার্নিচার বানাতে পারেন। যেমন ধরুন আপনি ক্যাটালগ দেখে একটি সোফা সেট (৭ সিটের) পছন্দ করছেন। গর্জন কাঠের ফ্রেমে সোফা সেটটির দাম পড়বে ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা। সোফার কাপড় কিনে দেবেন আপনি। ৩০০-৬০০ টাকার মধ্যে আপনি কাপড় কিনে দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ১৫/১৬ গজ কাপড় লাগবে। এই ধরনের সোফা বানানোর অনেক দোকান আছে এই মার্কেটে। এছাড়াও গুলশান মার্কেটের জেনি এন্টারপ্রাইজের আলমারি ও সোফাগুলো দৃষ্টিনন্দন। তাইওয়ান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থেকে আসা বিলিয়ার্ড বোর্ড আর চট্টগ্রামের সেগুন কাঠের তৈরি আলমারিগুলোর ডিজাইন খুবই আকর্ষণীয়। তাছাড়া এগুলো মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে। দুই পাল্লার আলমারির দাম ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। বর্তমানে ভিক্টোরিয়ান সোফার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দোকানটিতে ভিক্টোরিয়ান সোফার সংগ্রহশালা রয়েছে। গালা পলিশ করা এই সোফাগুলো পাওয়া যাচ্ছে ১৮ হাজার থেকে ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে। তাছাড়া ডিভান পাওয়া যায় ৯ থেকে ১২ হাজার টাকায়।

গুলশান ডিসিসি মার্কেটের গিফট হাউজে কাঠের পাশাপাশি ভিনিয়ান বোর্ডের ফার্নিচার রয়েছে। ৬ ফুট বাই আড়াই ফুটের বুকসেল্‌ফের দাম ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। ৪ ফুট বাই ৪ ফুটের ওয়ারড্রবের দাম পড়বে ৯ হাজার টাকা। গিফট হাউজের জাকারিয়া সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, অটবি বোর্ড কাটা ও ফিনিশিংয়ের কাজ মেশিনে করে আর আমরা সেটা হাতে করি। ফলে ফিনিশিংয়ে ওদেরটার সঙ্গে আমাদেরটার সামান্য কিছু পার্থক্য হয়। আর এজন্য ওরা প্রতিটি পণ্যের দাম ২ থেকে আড়াই হাজার টাকা বেশি রাখে, দোকানটিতে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে সুন্দর সব কম্পিউটার টেবিল পাওয়া যাচ্ছে।

গুলশান মার্কেটের মতো কিছুটা কম দামে ভালোমান ও নকশাকাটা ফার্নিচার পাওয়া যায় মিরপুর রোডে। তালতলা থেকে শুরু করে মিরপুর ১০ নম্বর পর্যন্ত এই দোকানগুলোর বিস্তৃতি। বিদেশী নকশার ফার্নিচার দোকানও এখানে রয়েছে। ভারত, ইরান, জাপানের নকশায় এখানের ফার্নিচারগুলো তৈরি। নকশা করা কাজ আর কাঠের তৈরি ৬ চেয়ারের ডাইনিং টেবিলের দাম ৪৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা, ৬ সিটের সোফা পাওয়া যাচ্ছে ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকায়। ৪ পাল্লার নকশা আঁকা সাড়ে ছয় ফুট বাই সাড়ে সাত ফুট শোকেস রয়েছে যার দাম ২৪ হাজার টাকা। তাছাড়া সাধারণ শোকেস ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা। এখানের ড্রেসিং টেবিলগুলোর দাম পড়বে ১৮ থেকে ২২ হাজার টাকা। ১৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকায় পাওয়া যায় আকর্ষণীয় বিছানা।

এছাড়া আকর্ষণীয় ৬ সিটের ডাইনিং টেবিলের দাম পড়বে ১৫ হাজার টাকা। এখানে যে সব কাঠের আলমারি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর দাম নকশার ওপর নির্ভরশীল। নকশা অনুযায়ী এগুলোর দাম ১৪ থেকে ১৬ হাজার টাকা।

হাতিলের সৌন্দর্য

'পেমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে হাতিলের সঙ্গে ক্রেতার আজীবন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়'-এ স্লোগান নিয়ে হাতিল ঢাকা ও ঢাকার বাইরে তাদের ফার্নিচারের পসরা সাজিয়ে বসেছে। ঢাকার কাজীপাড়া, উত্তরা, ধানমন্ডি, নারিন্দা, খুলনা ও সিলেটে তাদের রয়েছে শোরুম। তাছাড়া দেশের আরো ১৩টি জেলায় রয়েছে তাদের ডিলার।

হাতিলের এসব শোরুম ও ডিলারের কাছে রয়েছে আকর্ষণীয়, মনমুগ্ধকর ডিজাইনের ফার্নিচার। এখানে ৬ চেয়ারের ডাইনিং টেবিল পাওয়া যাবে ২০ থেকে ৭৯ হাজার টাকার মধ্যে। সোফার মধ্যে রয়েছে ভিক্টোরিয়ান ও কভার সোফা। দাম ১৫ হাজার ৫০০ থেকে ১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। মিডিয়াম ডেনসিটি ফাইবারে তৈরি ৫ ফুট বাই সাড়ে পাঁচ ফুট বিছানাগুলোর দাম ১৫ হাজার ৫০০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। একই ধরনের কাঁচামালে তৈরি হাতিলের আলমারিগুলো। তাছাড়া প্রতিটি পণ্য লেকার পলিশ করা হয়।

হাতিলে পাওয়া যায় লেকার পলিশ করা বেন্ট উডের দরজা। তিন ফুট প্রস্থের দরজার দাম ৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। তবে এসব দরজার ফ্রেমগুলো চিটাগাং টিকে তৈরি।

বছরে দু'বার চিঠি দিয়ে হাতিল তার ক্রেতার পণ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। সমস্যা দেখা দিলে বিনা মূল্যে তা ঠিক করে দিয়ে আসে। আর সে জন্যই ক্রেতার সঙ্গে হাতিলের গড়ে ওঠে এক আজীবন সম্পর্ক।

ঘরের উজ্জ্বলতায় শোপিস লাইটশেড

ঘরের উজ্জ্বলতা বাড়ায় শোপিস। উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত শোপিসটি আপনার ড্রইং রুমটিকে বদলে দেবে এক নিমিষে। ডাইনিং রুম, প্যাসেজ এমনকি ছোট্ট বারান্দাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ছবির মতো দেখতে সুন্দর হয়ে যায় ফ্ল্যাটটি।

চার দেয়ালের মধ্যে একটা বাড়ি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু একটি ঘর বা হোম সম্পূর্ণ ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের শোপিস এবং লাইটশেডের।

শোপিস হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের। একটি ছোট্ট সিরামিকের টি-সেটও বাড়াতে পারে ড্রইংরুমের শোভা। সাধারণত কাচ, ক্রিস্টাল, মোম, মাটি, পাথর, ড্রাইফ্লাওয়ার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় শোপিস। শুধু কিনলেই হবে না, এগুলো সাজাতে হবে ঠিকমতো। আপনার ফ্ল্যাটটি যদি ছোট হয় তাহলে এখানে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন ঘটাতে পারেন। যেমন ঘড়ি দেখার প্রয়োজন সবার। কিন্তু ঘড়িটি যদি একই সঙ্গে ঘরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে তাহলে তার আবেদনই আলাদা। এমনিভাবে চলে আসে ড্রেসিং টেবিলে রাখা অর্নামেন্ট বক্স, যা একই সঙ্গে ঘরের শোভা বাড়ায়। ফুলদানি বা মোমদানও এর ব্যতিক্রম নয়।

একটি ফ্ল্যাটকে রুচিসম্মত ও সুন্দর করে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয়তা যেমন শোপিসের, তেমনি ল্যাম্প শেডের। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না কোথায় গেলে কি রকম দামে এসব জিনিস পাওয়া যায়। প্রথমেই আসা যাক লাইটশেড প্রসঙ্গে। আপনি যদি দেশী লাইট চান তাহলে চলে যেতে পারেন ক্রিসেন্ট বা সোয়াশ লাইটিংয়ে। এখানে আপনি সাধারণ ওয়াল ব্রাকেট পাবেন ১৩৫ টাকা থেকে ১৫৫০ টাকার মধ্যে। সাধারণ ওয়াল ব্রাকেট পাবেন ফুলের ডিজাইনে অথবা গ্লাসের মধ্যে। কারুকাজ করা। ক্রিস্টাল ওয়াল ব্রাকেটও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ক্রিস্টাল ব্রাকেটের দাম ৬৬০ টাকা থেকে ৩২৩০ টাকার মধ্যে। খুব কম খরচে এসব ব্রাকেট দেয়ালের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। ড্রইং কর্নারের জন্য স্ট্যান্ড ল্যাম্পের দাম পড়বে ২২০০ টাকা থেকে ৭৫০০ টাকা। বেড সাইড ল্যাম্পের দাম ২৮৮ টাকা থেকে ১২০০ টাকা। ড্রইং এবং ডাইনিংয়ের জন্য ঝাড়বাতির দাম প্রায় ১৩০০ টাকা থেকে ২৮৫০০ টাকা। এ সমস্ত ল্যাম্পশেড বাংলাদেশের তৈরি। আর যদি একটু দামের মধ্যে বিদেশী ল্যাম্প শেড চান তাহলে সোজা চলে আসুন গুলশান ১ ও ২ নম্বরে। এখানে বেশ কিছু দোকান আছে যারা সাধারণত স্পেন, চেক, ইটালি, সিঙ্গাপুর, চীন, থাইল্যান্ড থেকে লাইটশেড নিয়ে আসে। লাইটিং প্যালেস, লাইটিং ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি দোকানে ওয়াল ব্রাকেট সাধারণটা ৪০০ থেকে ৪০০০ টাকা। ক্রিস্টাল ব্রাকেট ১২০০ থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। এখানে ঝাড়বাতি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। দাম ১০০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকার মধ্যে। টেবিল ল্যাম্পের ডিজাইনগুলো নিঃসন্দেহে বলা যায় আকর্ষণীয়। ডিজাইন অনুযায়ী দাম ১২০০ থেকে ৪০০০ টাকা। তবে এ সমস্ত ল্যাম্পশেডের মধ্যে ওয়াল ব্রাকেটের চাহিদা বেশি।

শোপিস পাওয়া যায় বিভিন্ন দামে, বিভিন্ন দোকানে। দেশী শোপিস অর্থাৎ রট আয়রন, মাটি, ব্রাসো, কাঠ, শুকনা ফুল, মোম, পাট ইত্যাদির জন্য চলে আসুন নিপুণ, আড়ং, কারুপণ্যে। রট আয়রনের মোমদান পাবেন কম বেশি সব দোকানেই। দামও আয়ত্তের মধ্যে। ৪০ টাকা থেকে ২৩০ টাকা পর্যন্ত। মোম যে শুধু আলোর কাজ করে তা নয়, ঘরের নান্দনিকতা সৃষ্টিতেও সমান দক্ষ। আকর্ষণীয় ডিজাইনের মোমবাতিগুলোর দাম শুরু ৫ টাকা থেকে। আসল ফুলের বিকল্প শুকনা ফুলের শোপিসের চাহিদাও প্রচুর। কাঠ বা চটের ওপর বসানো শুকনা ফুলের দাম ১৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা।

ঘরের দেয়ালে যদি থাকে এক বা একাধিক মাস্ক তাহলে ঘরের চেহারাই বদলে যায়। পোড়ামাটির তৈরি এসব মাস্ক পাওয়া যায় শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের আইডিয়ালে। ছোট থেকে বড় যে কোনো আকৃতির মুখোশের দাম ৫০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা। পোড়া

মিরপুর রোডে প্রায় অর্ধ শতাধিক এ ধরনের ফার্নিচারের দোকান রয়েছে। এসব দোকানগুলোতে বিভিন্ন দামের ও নকশার ফার্নিচার পাওয়া যায়। দাম মধ্যবিত্ত ক্রেতার হাতের নাগালে।

ঢাকার মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সেবা দিতেই গ্রিন রোড মোড় আর পান্থপথ এলাকাটিতে গড়ে উঠেছে কিছু ফার্নিচারের দোকান। আগে এসব দোকানগুলোতে জাহাজের ফার্নিচার পাওয়া যেতো। কিন্তু পুরনো জাহাজ কেনাবেচা ব্যবস্থা চট্টগ্রামে কমে যাওয়ায় এখন আর এসব দোকানগুলোতে জাহাজের ফার্নিচার পাওয়া যায় না।

তবে এখন এই মার্কেটে যেসব ফার্নিচার পাওয়া যাচ্ছে মানের দিক থেকে কিছুটা কম হলেও দামে তা অনেক কম। সেগুন, কড়ই কাঠের সঙ্গে হার্ডবোর্ড ব্যবহার করায় এসব দোকানগুলো কম দামে ফার্নিচার বিক্রি করতে পারছে। এখানে তৈরি সোফা ১০ থেকে ১৮ হাজার টাকা, ডিভান ৭ হাজার ৫'শ টাকা, বিছানা ৩২'শ টাকা থেকে ৭ হাজার টাকা, ওয়ার্ডরোব ২ হাজার ৫'শ টাকা থেকে ৩ হাজার ৭'শ টাকা। তবে এই মার্কেটে যেমনি ভালো মানের কাঠ আছে তেমনি খারাপ কাঠ সেগুন বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতাও রয়েছে। তাই এ মার্কেট থেকে ফার্নিচার সংগ্রহ করতে গেলে অবশ্যই এ বিষয়ে দক্ষ কাউকে নিয়ে যাওয়া ভালো।

কাঠের পাশাপাশি এ দেশের ফার্নিচার জগতে বেতের ফার্নিচারও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বেতের ফার্নিচারের দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠলেও পান্থপথ এলাকায় রয়েছে এর সবচেয়ে বড় মার্কেট। এই মার্কেটের বাংলাদেশ কেইন ও মেটাল হাউজে ৫ সেটের রকি ডিজাইন সোফা পাওয়া যাচ্ছে ৯ থেকে

মাটির মুখোশের সঙ্গে সঙ্গে পোড়ামাটির মূর্তিও পাবেন যা একটু ভিন্ন ধাঁচের। এখানে মূর্তির দাম ৭০ টাকা থেকে ২০০ টাকা এবং মাটির কারুকাজ করা পটারির দাম ৫০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত। আজিজ মার্কেটে মাটির পটারি ও মুখোশের দাম একটু বেশি। কেননা এখানে চারুকলার শিল্পীদের দিয়ে ডিজাইন করানো হয়। তবে আপনি যদি অল্প দামের মধ্যে ঘর সাজাতে চান তবে আপনাকে আসতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের উল্টোদিকে, ধানমন্ডি ৬ নম্বরের ফুটপাত অথবা শিশুপার্কের ফুটপাতের কাছে। এখানে আপনি পাবেন মাটির বিভিন্ন ধরনের ঘন্টা, সুদৃশ্য ফুলের টব, পটারি এবং ফুলদানি। এগুলো যেমন একদিকে আপনার অন্দরমহলের শোভা বৃদ্ধি করবে, তেমনি বাইরে রাখলেও মন্দ হয় না। ২৫ টাকা দিয়ে মাটির কারুকাজ করা ফুলের টব কিনে মানি প্লান্ট লাগিয়ে অনায়াসে বারান্দাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন। আর যদি কয়েকটা ১৫-২০ টাকা দামের ঘন্টা সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন তাহলে বসার ঘরে নয়, অতিথি আসতে চাইবে আপনার সাজানো বারান্দাটিতে। তবে পাঠক সাবধান ডেঙ্গু থেকে!

একটু অন্য ধরনের শো পিস যদি চান, তাহলে আপনাকে আসতে হবে আজিজ মার্কেটের মর্মরে। এখানে পাওয়া যায় মার্বেল পাথরের তৈরি নানা ধরনের সম্পূর্ণ সাদা ঘর সাজানোর জিনিস। দাম একটু বেশি, কিন্তু নিঃসন্দেহে নজরকাড়া। মার্বেল পাথরের তাজমহলের দাম ৩০০, ৫০০ ও ১২০০ টাকা। পাতার আকৃতি ফ্লাট মোমদানের দাম পড়বে ৩০০ টাকা। এছাড়াও মৎস্যকন্যা, ফুলদানি ইত্যাদির দাম সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা। এখানে মার্বেল পাথর আসে স্পেন থেকে। কিন্তু তৈরি হয় বাংলাদেশে।

একটু দামি কিন্তু বিদেশী শোপিস পেতে হলে আপনি চলে আসুন গুলশান মার্কেটে। এখানে শোপিস আসে ফ্রান্স, জাপান, চেক, ইটালি, চীন থেকে। দেশ অনুযায়ী এখানে জিনিসের দাম ওঠানামা করে। ফ্রান্স, চেক রিপাবলিকান, ইটালির শোপিসের দাম তুলনামূলক বেশি। মূলত শোপিসগুলো বেশির ভাগ হয় কাচ এবং ক্রিস্টালের। কাচের চেয়ে ক্রিস্টালের দাম বেশি। অনেক সময় সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে ইমিটেশন ক্রিস্টাল। অর্থাৎ ক্রিস্টাল না কিন্তু ক্রিস্টালের মতো এবং এর দামও নাগালের মধ্যে। ক্রিস্টালের ছোট ছোট শোপিস এবং সিরামিক্সের ওপর রঙ করা ফুলদানি বা ফুলের ঝুড়ি ও অন্যান্য জিনিসের দাম শুরু ৩০০ টাকা থেকে। এছাড়াও উল্লেখ করার মতো আরেকটি সাজানোর জায়গা হলো আপনার বাথরুম। বাথরুমে স্নানের মেজাজই আলাদা হয়ে যায় যদি আপনার বাথরুমটি সাজানো থাকে বাথরুম সেট এবং প্লাস্টিকের গাছ দিয়ে। বাথরুমের রঙ অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে বাথরুম সেটের রঙ। পাওয়া যায় মাছ, ফল এবং নানা ডিজাইনের সেট। সেটগুলো সিরামিক্সের তৈরি। পাবেন গুলশান মার্কেট থেকে শুরু করে যে কোনো মার্কেটে। দাম মোটামুটি কম। একটি যথার্থ বাথরুম সেটের দাম ৩৫০ টাকা থেকে শুরু । এর সঙ্গে যদি একটি প্লাস্টিকের মানি প্লান্ট যোগ করেন তাহলে তো অপূর্ব!

কেনাকাটার জন্য একটি জায়গার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বলা যায়, ঢাকা শহরের কেনাকাটার প্রাণ পাওয়া যায় এখানে। জায়গাটি নিউমার্কেট। ধনী, মধ্যবিত্ত সবাই একবার হলেও এখানে এসে ঘুরে যায়। দেশী-বিদেশী সব ধরনের শোপিস, লাইটশেড এখানে পাওয়া যায়। আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে চলে আসুন নিউমার্কেটে। দশটা দেখে একটা কেনার সুযোগ শুধু এখানেই। আর দাম? সেটা নির্ভর করে আপনার ওপর। দরকষাকষির মাধ্যমে কখনও মূল্য আপনার পক্ষে কখনও দোকানের পক্ষে। তবে একই জায়গায় সব জিনিসের বিপুল সমারোহ নিউমার্কেটেই সম্ভব।

তাহলে শুরু করে দিন আপনার ঘর সাজানোর পরিকল্পনা। সঙ্গে কল্পনাশক্তি। দুইয়ের মিলনে আপনার ফ্যাটটি হবে মনোমুগ্ধকর।

১১ হাজার টাকার মধ্যে। এর সঙ্গে আপনি পাবেন একটি সেন্টার টেবিল ও ২টি ছোট সাইড টেবিল। তাছাড়া ৫ হাজার টাকায় পাওয়া যায় বক্স ডিজাইন সোফা। আকর্ষণীয় নকশায় গড়া ডিভানগুলোর দাম পড়বে ৩ হাজার ৮'শ থেকে ৪ হাজার ৫'শ টাকা। বেতের সিংহাসন চেয়ারের দাম পড়বে ৫ হাজার টাকা। তাছাড়া ছোট বাচ্চাদের দোলনা পাওয়া যাচ্ছে এক হাজার টাকায়।

বেতের ফার্নিচারের পাশাপাশি গত কয়েক বছর যাবৎ জনপ্রিয়তা পেয়েছে রট আয়রনের ফার্নিচার। ওজনে হালকা কিন্তু শক্ত গড়ন আর নান্দনিক ডিজাইনের এই ফার্নিচারগুলো এখন জনপ্রিয়। প্রতিটি দোকানে পণ্যের দাম ও মান প্রায় একই রকম।

তেজগাঁও শিল্প এলাকায় গড়ে ওঠা দোকানগুলোতে রট আয়রনের বিভিন্ন ফার্নিচার পাওয়া যাচ্ছে। রট আয়রন, কাঠ, আর গ্লাসে তৈরি ৬ জনের নজরকাড়া দোকানটির ডাইনিং টেবিলগুলোর দাম ১৩ থেকে ১৫ হাজার টাকা। ৫ জনের সোফার দাম পড়বে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা। রট আয়রনের বিছানাও রয়েছে এখানে। দাম ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা। রট আয়রনের পাশাপাশি দোকানটিতে স্টেনলেস স্টিলের ফার্নিচারও পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রতিটি ফার্নিচারের দাম পড়বে ১ থেকে ২ হাজার টাকা বেশি। কাঠ আর রট আয়রনের সোফা সেটের দাম ১১ থেকে ৩০ হাজার টাকা। ডবল বেডের বিছানা ৭ থেকে ১৫ হাজার টাকা। ডিভান ৪ হাজার ৫'শ টাকা। তেজগাঁও শিল্প এলাকার পাশাপাশি পান্থপথেও বেশ কিছু রট আয়রনের ফার্নিচারের দোকান গড়ে উঠেছে। তবে এখানে ফার্নিচারের দাম প্রায় একই রকম।

ছবি : **খালেদ সরকার**